Cour Pénale Internationale

International Criminal Court

Version française ci-dessous

Ruinggá zubanót foré aibó

မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက်ကိုမကြာခင်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။

ICC-CPI-20191114-PR1495

*সংবাদ বিজ্ঞপ্তি: ১৪.১১.২০১৯*

# আই.সি.সি. বিচারকগণ বাংলাদেশ/মায়ানমার পরিস্থিতির একটি তদন্ত শুরুর অনুমোদন দিয়েছেন

১৪ই নভেম্বর ২০১৯ তারিখে, আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্টের ("আই.সি.সি." অথবা "আদালত") প্রি-ট্রায়াল চেম্বার-৩ প্রসিকিউটরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ/রিপাবলিক অফ দি ইউনিয়ন অফ মায়ানমার ("বাংলাদেশ/মায়ানমার পরিস্থিতি")-তে অভিযোগক্রমে সংঘটিত আই.সি.সি'র এখতিয়ারভূক্ত অপরাধসমূহের একটি তদন্ত শুরু করার অনুমতি দিয়েছে । আ.সি.সি প্রি-ট্রায়াল চেম্বার-৩ গঠিত হয়েছে বিচারক ওলগা হেরেরা কারবুসিয়া, সভাপতি, বিচারক রবার্ট ফ্রেমর এবং বিচারক জেফরি হেন্ডারসন কে নিয়ে।

মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির প্রতি আই.সি.সি.'র এখতিয়ারভূক্ত অপরাধসমূহ সংঘটনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে একটি তদন্ত শুরুর জন্য ৪ঠা জুলাই ২০১৯ তারিখে প্রসিকিউটর কর্তৃক দায়েরকৃত নিবেদনের প্রেক্ষিতে এই অনুমোদনটি দেয়া হয়।

এছাড়াও চেম্বার এই নিবেদন সম্পর্কে শত সহস্র তথাকথিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বা তাদের পক্ষ থেকে মতামত পেয়েছে। আই.সি.সি.'র রেজস্ট্রির তথ্য অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তব্যক্তিরা সর্বসম্মতিক্রমে জোর দাবী জানান যে তারা আদালত কর্তৃক একটি তদন্ত চান এবং পরামর্শকৃত তথাকথিত ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকেই 'বিশ্বাস করেন যে, শুধুমাত্র ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা, তাদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতা ও অপব্যবহারের পরিমণ্ডলটির সমাপ্তি নিশ্চিত করতে পারে'। চেম্বার এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে তথাকথিত ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সহায়তা, নির্দেশনা এবং পরামর্শ প্রদানকারী সকল ব্যক্তি এবং সংগঠনসমূহকে স্বীকৃতি দেয়।

চেম্বার এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, অপরাধমূলক কার্যক্রম আংশিকভাবে একটি সদস্য রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সংঘটিত হলে আদালত অপরাধসমূহের উপর তার অধিকার অনুশীলন করতে পারে। যদিও মায়ানমার একটি সদস্য রাষ্ট্র নয়, তবে বাংলাদেশ ২০১০ সালে আই.সি.সি'র রোম সংবিধি সমর্থন করেছিল। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ মূল্যায়নের ভিত্তিতে, চেম্বার মেনে নিয়েছে যে, ব্যাপক হারে এবং/অথবা নিয়মতান্ত্রিকভাবে মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে নির্বাসন এবং জাতিগত এবং/অথবা ধর্মের ভিত্তিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির বিরূদ্ধে নিপীড়নের মতো সহিংস কর্মকাণ্ড -যেগুলো মানবতা বিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য- তা সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করার মত যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে। চেম্বার আদালতের স্বীকৃত আর কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না তা মূল্যায়নের প্রয়োজন খুঁজে পায়নি, যদিও সেধরণের অভিযোগকৃত অপরাধসমূহ প্রসিকিউটরের ভবিষ্যত তদন্তের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

অভিযোগকৃত অপরাধসমূহের মাত্রা এবং তথাকথিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা বিবেচনা করে, চেম্বার এই পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে গুরুতর সীমায় উপনিত বলে গণ্য করছে। এতদসম্পর্কিয় উপাত্ত অনুযায়ী, তথাকথিত দমনমূলক নীতি'র ফলস্বরূপ আনুমানিক ৬০০,০০০ থেকে এক মিলিয়ন রোহিঙ্গাকে মায়ানমার থেকে জোরপূর্বক প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে বিতাড়িত করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মতামত বিবেচনা করে, চেম্বার প্রসিকিউটরের সাথে একমত হয়েছে যে, এই পরিস্থিতির একটি তদন্ত পরিচালনা ন্যায়বিচারের স্বার্থ বহির্ভুত বলে বিশ্বাস করার মতো কোনো সারগর্ভ কারণ নেই।

ফলস্বরূপ তাই, প্রি-চেম্বার ৩ ভবিষ্যত অপরাধসহ *যে কোনো অপরাধের* তদন্ত শুরুর অনুমোদন দিয়েছে - যতক্ষন পর্যন্ত তা : ক) আদালতের এখতিয়ারভূক্ত, খ) যা অভিযোগক্রমে অন্ততপক্ষে আংশীকভাবে বাংলাদেশের সীমানার অভ্যন্তরে অথবা আই.সি.সি.'র এখতিয়ারভূক্ত অন্য কোনো রাষ্ট্রের সীমানার অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছে, গ) বর্তমান সীদ্ধান্তে বর্ণিত পরিস্থিতির সাথে যথেষ্ট সম্পর্কিত, এবং ঘ) যা বাংলাদেশের বা সংশ্লিষ্ট অন্য রাষ্ট্রের রোম সংবিধি কার্যকার হওয়ার দিন বা তার পরে সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

**সিদ্ধান্ত**

**পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ:** প্রসিকিউটরের কার্য্যলয় বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রয়োজনীয় প্রমানাদি সংগ্রহ শুরু করবে। প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে যত সময় লাগবে ততদিন ধরে তদন্ত চলতে পারবে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অপরাধের জন্য দায়ী প্রমানে যথেষ্ট প্রমাণাদি সংগৃহীত হলে, প্রসিকিউটর প্রি-ট্রায়াল চেম্বার ৩ এর বিচারকদেরকে উপস্থিতির সমন অথবা গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করতে অনুরোধ করবে। আই.সি.সি চেম্বার কর্তৃক জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার দ্বায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে। রোম সংবিধি'র আওতাভূক্ত রাষ্ট্র সমূহের জন্য আ.সি.সি-কে সম্পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের একটি আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আই.সি.সি কে সহায়তা করার জন্য অন্য রাষ্ট্রগুলোকেও আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে এবং তারা স্বেচ্ছায় তা করতে পারে।

---

আরো তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ফাদি আল আবদেল্লাহ, পাবলিক এ্যাফেয়ার্স ইউনিট-এর প্রধান এবং মুখপাত্র, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট, টেলিফোন নম্বর: +৩১ (০)৭০ ৫১৫-৯১৫২অথবা +৩১ (০)৬ ৪৬৪৪৮৯৩৮ অথবা ই-মেইল ঠিকানা: : fadi.el-abdallah@icc-cpi.int

এছাড়া টুইটার, ফেইসবুক, টাম্বলার, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম এবং ফ্লিক-আর এর মাধ্যমেও আপনি আদালতের কার্যক্রম অনুসরণ করতে পারেন।

---